আ ড্ডা কা ব্য

দোহারের আড্ডা

আড্ডাকাব্য

দোহারের আড্ডা

আড্ডাকাব্য

দোহারের আড্ডা'র সব অমর কবি

প্রকাশকাল: ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

কবিতাস্বত্ব: কবিগণ

প্রচ্ছদ ও সম্পাদনা: পারভেজ রবিন

সম্পাদনা সহযোগিতা: অভিষেক পাল অন্তু

মূল্য: অমূল্য

Addakabbo

Doharer Adda

www.facebook.com/groups/dohareradda

“সভ্যতা যত এগোয়, কবিতার প্রয়োজনীয়তা তত কমে আসে।“

দোহারের আড্ডার অমর কবিরা কবিতার প্রয়োজনহীনতার সময়কে উপেক্ষা করে কাব্যচর্চা করেন, হয়তো সভ্যতাপূর্ব হিংসাবিহীন সবুজ পৃথিবীর টান। কবিতাগুলো কালউত্তীর্ণ কিনা, মানউত্তীর্ণ কিনা, আদৌ কবিতা কিনা সে গবেষণায় যাওয়া আমাদের কাজ নয়। আড্ডাবাজগণ লিখেছেন মনের আনন্দে, ক্ষোভে, হাসির ছলে ব্যাস, সময়ের দৌড়ে সেগুলো শুধু পেছনেই পড়ে যাবে। তাই সপ্তাহখানেক আগে হঠাৎ মনে হল একত্র করে একটা ইবুক বানাই, একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ করি। কাজ শুরু করতে গিয়ে অনুভব হয়েছে আইডিয়ার সেই ক্ষণটা শুভক্ষণ ছিল না। তারপরও ঘোষিত সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

একেবারে প্রথম পোস্ট করা কবিতাটি প্রথমে দেয়া হয়েছে, আর এভাবে ক্রমে এগিয়ে যাওয়া হয়েছে। হয়তো একটু এলোমেলো থাকতে পারে ফেসবুকের নিয়মের কারণে। কবিতাগুলো গ্রুপের আড্ডার টপিকের ক্রম ইতিহাস প্রকাশ করে, রোমান্টিক কবিতা, নদীভাঙনের কবিতা, রাজনৈতিক কবিতা, সর্বশেষ একুশের কবিতা।

কবিতা বাছাই করা হয় নি, যা পাওয়া গেছে সবই আন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারো কবিতা বাদ গিয়ে থাকলে মার্জনা করবেন। আর সময় স্বল্পতায় বানান ও টাইপিং ভুল হয়তো সব সংশোধন করা হয় নি।

পারভেজ রবিন

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

সূচি

ফ্রেন্ডজ এন্ড এনিমিজ
১, ৩, ৬, ৭, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ২১, ২৩,
২৮, ৪৮, ৭১, ৭৮
সিমু আহসান ২
একচ্ছত্র সংসপ্তক ৪
অদৃশ্য বিবেক ৫
তালপাতার সেপাই ৮, ১০,
ফ্রাঙ্ক শ্যানন
৯, ২৪, ৪২, ৪৫
নাজমুল হুদা নাজ ১১
অ্যাডভোকেট সাঈদ
১২, ২৯, ৩০, ৪০, ৫৫, ৫৯
শফিকুল ইসলাম
১৫, ৫১, ৫৮, ৬৩, ৬৪, ৮০, ৮৫, ৮৬
আছিফ ভাই
১৬, ২৫, ৩৭, ৫০, ৫৪, ৮২
বেদুঈন বালক ১৯, ২২
তারেক রাজিব ২৬, ৮১
অভিষেক পাল অন্তু
২৭, ৩৯, ৫৭, ৬২, ৭৩, ৭৪, ৭৭, ৭৯,
৮৪, ৮৯
তওহিদুল ইসলাম ৩১
পনির মোল্লা ৩২
কামরুল ইসলাম ৩৩, ৩৬
নূর ইসলাম ৩৪
সবুজ ইসলাম
৩৫, ৭০, ৭৬, ৮৩
রাজিব রহমান ৩৮
পারভেজ রবিন ৪১
এসকে সোহেল ৪৩, ৪৬
শামিম ইসলাম ৪৪,
সুজন মাহমুদ ৪৭
নাইট স্টার রাসেল ৪৯
জলদস্যুর উপত্যকা
৫২, ৫৩, ৫৬, ৬৯
আজনাবি শওকত ৬০
সরোয়ার পারভেজ সুমন ৬১
সুদীপ্ত হাননান
৬৫, ৬৬, ৬৮
সুইটি রেজা পিংকী ৬৭
তানজিম ইসলাম আহাদ ৭২
শিপন আহমেদ ৭৫
সোহেল মাহমুদ ৮৭
সাথী পাল ৮৮

প্রথম কবিতা

Friendzz N Enemizz

সূর্যের দেখাদেখি রক্তিম সাজে তুমিও একদিন চলে গিয়েছিলে
সবুজের মাঠ পেরিয়ে... দিগন্ত রেখার ওপারে...
বলেছিলে
সূর্যকে পেছনে ফেলে তুমিই আমার পৃথীবিতে ভোর হবে
স্নিগ্ধ আলোয় আলোকিত করে রাখবে আমায়...

আজো প্রতি ভোরে চাতকের মত চেয়ে থাকি মেঠো পথের ধারে
সূর্যকে পিছনে ফেলে এই বুঝি তুমি এলে
স্নিগ্ধ আলোর ভোর হয়ে...

কিন্তু সূর্য ফিরে আসে...
ফিরে আসে দীর্ঘশ্বাস... শুধু তুমি আসো না...

সিমু আহসান

আবার
এসেছে ফিরে আষাঢ়
কালো মেঘে ঢেকেছে আকাশ,
মুহূর্তেই ঝরাবে অশ্রু বৃষ্টির,
নর্তকী মেঘ নেচে নেচে, জীবনের
শ্রেষ্ঠ মুদ্রায় নিজেকে সমর্পণ
করবে নিঃশেষে,
পিপাসার্ত ধরণীকে ভালোবেসে !
আমিও বসে আছি, নিঃসঙ্গতায় ডুবে,
ধূ ধূ মরুর তৃষ্ণা হৃদয়ে ধারণ করে,
মুখ-বুক-চোখে চাতকের দৃষ্টি,
আমার আগুন নেভাতে, হৃদয়ে
নামুক আষাঢ়ের অঝোর বৃষ্টি !

Friendzz N Enemizz

এই মেঘলা দিনে ইলিশ- খিচুড়ি চাই না..
চাই শুধু তোমার সান্নিধ্য....

Friendzz N Enemizz

প্রতিদিন যে শত শত ভালবাসা গুম হয়ে যাচ্ছে...
সেগুলো কি ভেসে উঠে প্রিয়ার নির্লিপ্ত আখি জলে...??

Friendzz N Enemizz

পূর্নিমার এই রাতে
ছাদে বসে আছি
নেই তুমি সাথে...

একচ্ছত্র সংসপ্তক

"মানুষ তো আনন্দ করতে ভালোবাসে....
মানুষ কাঁদতেও ভালোবাসে....
যারা হাসে তারাও মানুষ
আবার যারা কাঁদে তারাও মানুষ.

আর সামান্য সংখ্যক মানুষ বাহ্যিকভাবে হাসে..
কিন্তু তাদের হাসির মধ্যে গোপন থাকে হাজারও দুঃখ-বেদনা"

অদৃশ্য বিবেক

যেখানেই যাই,
যতদূরে যাই,
স্বার্থপরতার অস্তিত্ব টের পাই.

Friendzz N Enemizz

কোন এক গোধূলি বেলায়
ঘরে ফেরার পথে
দুটো বেলী ফুলের মালা কিনবো...
নিজ হাতে তোমার খোঁপায় জড়িয়ে দেব সেই মালা...
তোমার লাজুক হাসিতে হারাব পথ বেলী ফুলের ঘ্রানে..

Friendzz N Enemizz

তোমার শুন্যতাকে আমি গুম করেছি...
অভিমানকে করেছি অপহরণ...

ভাসছে তা আজ স্মৃতির জলে...
নেই ত কোন আন্দোলন... 😕

Friendzz N Enemizz

কোন যান্ত্রিক এলার্মে নয়,
এখন তার ঘুম ভাঙে কারো ভালবাসার স্পর্শে...

কোন ভালবাসা মিশ্রিত ডাকে নয়,
এখন আমার ঘুম ভাঙে যান্ত্রিক শব্দের স্পন্দনে...

Friendzz N Enemizz

মেয়ে তুমি শুভ্র বরণ
দেখতেও তুমি বেশ।

লোক দেখানো পর্দা করো
লম্বা তোমার কেশ।

এত্তগুলো পাশ দিয়েছো
রান্নায় নেই তার রেশ।

ডজন খানেক প্রেম করেছো
রুম-ডেটিং এর রেকর্ড হবে না শেষ... 😛

রূপবতী না, গুণবতী চাই
পাচ্ছি না ত বিশেষ। 😕

তালপাতার সেপাই

ছেলে তুমি শ্যামল বরণ
দেখতে লাগে বেশ
'লিটনের ফ্ল্যাট' ভালই চিন
দুষ্টের এক শেষ।।

ডজন খানেক ডিগ্রি তোমার
ভারী ফ্রেমের চশমা
হাজার বিশের মুরোদ নেই যার
গায়ে কেতাবি তকমা।।

জনে জনে প্রপোজ করেও
প্রেমে হয়েছ ব্যর্থ
মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে শেষে
পার্কে করেছো তীর্থ।।

রুপের নেশায় বুঁদ হয়ে যে
পার করলে বেলা
আজ কেন তবে শেষ বিকেলে
ডুবছে স্বপন ভেলা?

ফ্রাঙ্ক শ্যানন

যান্ত্রিক এই নগরে যান্ত্রিক এই পথ চলা,
ভুলিয়ে দেয় সব আবেগ, ভালবাসা।
যান্ত্রিকতার মাঝেই কেটে যায় রাত দিন
ভালবাসাহীন এই নগরে আর কত দিন।

তালপাতার সেপাই

এই যে শেফালী
শোন দুটো কথা বলি,
ওপাড়ার চিকু রানা
ছেলে বেশি ভাল না।

সারাদিন বিড়ি খায়
সন্ধায় তাড়ি খায়,
বাপ এর ঝাড়ি খায়
ডান্ডার বাড়ি খায়।

যোগ্যতা পাঁচ কেলাস
বলে নাকি ফার্স্ট কেলাস!
ছেলে বড় বিদঘুটে
দাঁত দিয়ে নখ খুটে!

ওকে দিয়ে হবে না
ঘরে চাল রবে না,
তার চেয়ে বলি শোন
'রত্ন' আছে জেনো।

আমাদের কাক পাখি
আছে বড় একাকী,
আড়ালে বা আবডালে
ডাকে তোমায় জানপাখি!

আলু পেয়াজ তরকারী
ঘরে থাকা দরকারি,
যোগ্যতা আছে বেশ
গরমে আইপিএস!

দোয়েল কোয়েল ময়না
এমন ছেলে হয়না!
বেছে নাও চোখ বুঝে
নইলে ঠকবে যে!

দোয়া করি সকলে
আটকাও বোতলে!
ফুল পাখি কাশবন
সুখে থেক আজীবন

নাজমুল হুদা নাজ

আকাশ টা কেন এতো উপরে ?
অন্যের ঘাড়ে পা রেখে চেষ্টা করি
তার পরও ছুঁতে পারি না
আচ্ছা, এমন হলে কেমন হত,
যখন মন খারাপ থাকত
আকাশ টা নিচে নেমে আসত
আর মন ভাল থাকলে
তখন আকাশ টা উপরে চলে যেতো. . . .

অ্যাডভোকেট সাঈদ

বাতাসে রাজাকারের অট্টহাসি
নদীতে গুম হওয়া লাশ
বুদ্ধিজীবীদের দলীয় প্রলাপ
দন্তহীন প্রশাসনের ছেলেভুলানো প্রতিশ্রুতি
বিবেক বন্দক রেখে আপোষ করে বেঁচে থাকা...

অ্যাডভোকেট সাঈদ

হতেম যদি নাটাই বিহীন ঘুড়ি
দিগন্ত রেখা পেড়িয়ে যেতাম চলে উড়ি

Friendzz N Enemizz

দিনের জমানো প্রতিবিন্দু ভালবাসা
সঞ্চিত রাখব তোমার হৃদয় ভল্টে
নিশ্চুপ রাতের আঁধারে...
প্রাপ্তিস্বীকার পত্র ফিরিয়ে দিও
তোমার সিক্ত অধরে...

Friendzz N Enemizz

এই যে ললনা
কেমন আছো বলো না?

Friendzz N Enemizz

চেপে স্মৃতির ভেলায়
এসেছি গ্রাম্য মেলায়
চড়ছি নাগরদোলা
ঘুড়ছি সারাবেলা... 😃😎

Friendzz N Enemizz

টেংরা, পুটি, বোয়াল মাছ
সবাই ত' চায় তাল গাছ।

গরু-ছাগল এক জোট
কবে মোরা দিব ভোট??

চোরে চোরে মাসতুত ভাই
আমাগো যাওয়ার জায়গা নাই

Friendzz N Enemizz

চেয়েছিলাম এক বিন্দু ভালবাসার জল..
পেলাম এক দীঘি অভিমানের গরল..

Friendzz N Enemizz

ভাসিয়ে আমায় ভালবাসার জলে
তুমি কোথায় মুখ লুকালে...??

শফিকুল ইসলাম

গিয়েছ কি কখনও
ঐ সবুজে ঘেরা গাঁয়ে???
হেটেছ কি কখনও
ঐ মেঠো পথ ধরে??
শুনেছো কি কখনও
নিস্তব্ধ ঐ মেঠো পথের পাশে
ঝিঁঝি পোঁকার গান?

শফিকুল ইসলাম

চাঁদের এই নির্মল আলোতে
গ্রামের পিচ ঢালা পথে
হেটে চলা অজানার পথে
চারদিকে নিস্তব্ধতা
শুধু ঝিঁঝি পোঁকার আওয়াজ
ভেঙ্গে দেয় এই নিস্তব্ধতা।

আছিফ ভাই

অন্ধকারে তোমার হাতে হাত ধরে হাটতে চাই,
এক সাথে জোস্নায় গোছল করতে চাই,
অথবা হারিয়ে যেতে চাই সদূর কোন বনে
যেখানে একাকি তুমি আর আমি.....
স্বপ্নগুলো হয়তো স্বপ্নই থেকে যাবে

Friendzz N Enemizz

বৃষ্টিতে যদি মন না ভিজে
রূপ ভিজিয়ে লাভ কি..

Friendzz N Enemizz

কলেজ কতৃপক্ষের অবৈধ দখলে খাল
আহা! কি সুন্দর কলি কাল...

Friendzz N Enemizz

আজও আমি প্রতি রাতে ডুবে যেতে চাই
কল্পনার রাজ্যে...
কবিতার প্রতি চরণে সাজাতে চাই
তোমার উপমা...

কোন এক অজানা কারণে
আমি এখন তা সাজাতে পারছি না,
যা অনায়াসেই আমি করেছি বারংবার...

সবকিছু ঠিক আগের মতই আছে
টেবিলের উপর রয়েছে
তোমার দেয়া নীল মলাটের খাতা,
সুন্দর একটি জেল পেন
একটি টেবিল ঘড়ি..
এমনকি দেয়ালের টিকটিকিটাও হারিয়ে যায় নি...

শুধু দিগন্ত রেখার ওপাড়ে
চলে গেছো তুমি...

বেদুইন বালক

আমি আমার কথাই বলছি.....

যেখান থেকে শুরু করবো বলে ভেবেছি
সেখানেই সব শেষ হয়ে গেল
তবুও আমি দমে যাওয়ার পাত্র নই....!!

আমি আমার কথাই বলছি....

কৃষ্ণচুঁড়ার লাল আলোকে রক্তিম সূর্য বলে ভেবেছি
পরক্ষণেই আপন ধারণা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল
তবুও হারব না আমি....!!

আমি আমার কথাই বলছি....

স্নিগ্ধতায় শুরু হয়নি আমার দিন তবুও আমি সুখী
দিগন্তজোড়া লাল সূর্যকে পেছোনে রেখে চলছি
নাহ্ থামবনা আমি.....!!

আমি আমার কথাই বলছি.....

শেষ বিকেলের পড়ন্ত আলোটুকু যখন সাঁঝের লগ্নে মিলিয়ে
যখন স্নিগ্ধ সন্ধেবেলাটাও মাঝরাতে এসে হারলো

যখন সারা গাঁ কম্পিত
আর প্রচন্ড জ্বরে পুড়ছি আমি
যখন ঘরের সবাই অতল ঘুমে তলিয়ে
আর কাথা মুরি দিয়ে একাই কাপছি আমি

তবুও কাওকে ডাকব না বলে ভেবেছি.....!!

আমি আমার কথাই বলছি....

কৃতজ্ঞ এই শহর তোমায়
তবুও চাইব না কিছু আর....
অনেক চলেছি অনেক পুড়েছি
খুলে দাও তোমার দ্বার....

হ্যাঁ আমি আমার কথাই বলছি....!

Friendzz N Enemizz

অঝোর ধারার এই বৃষ্টিতে
শৈশবের ফুটবল ম্যাচ
ভেসে উঠে দৃষ্টিতে....

Friendzz N Enemizz

আবেগের মায়াজালে ধরা পড়ি নি,
হারিয়ে গেছি তোমার হৃদয় আকাশের বিশালতায়...

Friendzz N Enemizz

হৃদয়ের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে
অজুহাতের রঙ মাখিয়ে কেন হারাতে চাইছ?
নাকি নিজেই নিজেকে ফাঁকি দেয়ার বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছ..

বেদুইন বালক

আমি আজ উন্মাদ হব
হব ধ্বংসাত্মক বালক।।

চারিদিকে আজ আঁধার ঘনাবে
হবে ধোঁয়াটে চোখের পলক।।

পাখিদের মিষ্টি কলতানে নয়
ভোর হবে আজ রুক্ষতায়।।

সাঁঝ বেলাতে লিলুয়া বাতাস নয়
পেরুবে সময় রৌদ্রের উত্তপ্ততায়।।

দেখতে চাই না কোন স্বজনপ্রীতি
আপন গন্ডিতে দেখাব আজ স্বার্থপরতা।।

শুনতে চাই না প্রিয়জনেরর কোন ডাক
শ্রবনে আজ রণাঙ্গনের হুংকার।।

বিজয়ের রং এ রাঙ্গাবো না মন
বারুদের গন্ধে বাতাস হাহাকার।।

আমি আজ উন্মাদ হব
হব ধংসাত্নক বালক....।।

চারিদিকে আজ আঁধার ঘনাবে
হবে ধোঁয়াটে চোখের পলক....।

Friendzz N Enemizz

বালিকা,
তোমার হৃদয় ক্যানভাসে
রঙ-তুলির আঁচড়ে নয়,
ঠোটের স্পর্শে আঁকতে চাই চুমুর আলপনা...।

Friendzz N Enemizz

অমাবস্যার রাতে যদি জোনাকিরা হারিয়ে যায়,
দেহ জুড়ানো শীতল বাতাসও থমকে দাড়ায়,
তবে অস্থির এই হৃদয় যেন হয়ে যায় স্পন্দনহীন মাংসপিণ্ড...।

Friendzz N Enemizz

বালিকা তুমি,
এই ভাঙ্গা নৌকায় জীবন সাগর পাড়ি দিতে চাও কোন সাহসে???

ফ্রাঙ্ক শ্যানন

মধ্যবিত্তের জীবনের প্রতিটা ক্ষণ
একেকটি কবিতা,
প্রতিটি ঘন্টা একেকটি গল্প,
প্রতিটি দিন একেকটি উপন্যাস।
সকল চাওয়া, না পাওয়ার গল্প নিয়েই
গড়ে উঠে একেকটি মধ্যবিত্ত
পরিবারের জীবন।

আছিফ ভাই

বুঝি নি এতোটুকু তোমাকে
হারিয়েছিলাম স্বপ্নের ঘোরে
কতটা পথ ঘুরে এসেছি
তুমি বন্ধু আমার ছিলে পাশে
মেঘের পরে, আলোর ভিরে
তুমিই প্রথম চেয়েছিলে
বুঝিনি আমি,
তোমাকে দেখে রেখেছো যে কত মায়াতে
বুঝতে দাও নি কেন আমাকে
সাজিয়েছো যা হৃদয়ে
ছায়া হয়ে ছিলে পাশে
বলো কি করে যাব তোমায় রেখে.....

তারেক রাজিব

প্রতিটা রাত আতঙ্কের
প্রতিটি সেকেন্ড লড়াইয়ের
কখন ভাঙ্গবে আমার ঘর
প্রতিটা দিন যেন ভয়ংকর
কখন আসবে আবার রাত,
আমি বাস্তুভিটা হবো, আমি হবো উদ্বাস্তু
ভাঙ্গনের শব্দ আমার হৃদয়ে সুর তোলে না
আমার হৃদয়ে তোলে নিজেকে হারানোর ঝড়
প্রতিটা মাটির চাপ শুধু-ই ভূমি ধ্বস নয়
অতল শূন্যে হারিয়ে নিজের অস্তিত্বের ধ্বস
আমার উত্তরসূরি খুঁজে পাবে না তার পূর্বসূরিকে
ইতিহাস থেকে মুছে যাবে আমার সাং, আমার ঠিকানা
আমি বানভাসী, আমি নদী ভাঙ্গনের শিকার এক অজান্তা
একটাই প্রশ্ন, উত্তর চাই তোমাদের
আজ আমি দোহারবাসী, আগামীকাল কী ?

অভিষেক পাল অন্তু

প্রতিটি রাত যেন এক বিভীষিকাময় স্বপ্ন,
প্রতিটি দিন যেন একটুকরো মাটির খোঁজে অক্লান্ত চেয়ে থাকা।

Friendzz N Enemizz

হে অন্ধ প্রশাসন,
শুনতে কি পাও
পদ্মার ভয়াল হুংকার
আমাদের আর্তচিতকার??
তবে কি তুমি বধিরও??

অ্যাডভোকেট সাঈদ

জাগোওওও! জাগোওওও!
প্রশাসন জাগো..!
জাগোওওও! জাগোওওও!
দোহারবাসী জাগোওও...

থাক যদি ঘুমিয়ে
দোহার যাবে তলিয়ে..

ত্রাণ চাই না... বাঁধ চাই
এই দোহারেই বাঁচতে চাই

চুপচাপ থাকবে যারা
হবে একদিন বাস্তুহারা

মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান
উন্নয়নের প্রমাণ দেন

অ্যাডভোকেট সাঈদ

চল যাই দোহার...
গড়ব ঐক্যের পাহাড়....

অ্যাডভোকেট সাঈদ

যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে আমার প্রিয়জনের শেষ চিহ্ন...
যে মাটিতে খুজে পাই আমার সন্তানের কোমল পায়ের ছাপ...
যে মাটির সোঁদা গন্ধ এখনো আমার গায়ে মিশে আছে...
যে মাটি আমার পরিচয়...
সেই মাটিকে রক্ষা করা আমার নৈতিক দায়িত্ব.... আমি আসছি...

তৌহিদুল ইসলাম

কাঁধে কাঁধ
হাতে হাত.....
রুখব পদ্মা
দেবো বাঁধ.....
ধ্যান জ্ঞান একটাই
দোহারেই থাকতে চাই!!!!

পনির মোল্লা

ভাঙছে দোহার,
আর কাঁদছে মানুষ।
সরকার নিশ্চুপ।

কামরুল ইসলাম

প্রিয়, পদ্মা,
তোমার প্রতি আমাদের কোন রাগ নেই
তুমি আমাদের ফসল ফলাও, তোমার বুক চিরে আমরা খাবার খুঁজি, রুটি রুজির তুমি এক ত্রাতা, রাগ নেই একটুকুন...
শুধু যন্ত্রণা তাদের জন্যে যারা তোমাকে গুছিয়ে দিতে পারে নি একটু!!!
তোমাকে সাজাতে চাই, তোমাকে রাঙাতে চাই .....
দেখ আমরা এক সাথে লাখ ভাই!!!

নূর ইসলাম

দেশে নাই, পাশে আছি !
দূরে নয়, মনে আছি!
জয় হোক তোমাদের
রোধ হোক নদী ভাঙ্গন
এ প্রতাশায় প্রবাসী মন !!

সবুজ ইসলাম

দোহারের
প্রতিটি মাটি কণা এখনও
লেগে আছে এই শরীরে।
এই মাটি কণা এখন ধুঁকে ধুঁকে
বলছে "এই মাটিতেই তো তোমার জন্ম,
এই মাটিতেই
তো তুমি কাটিয়েছো তোমার শৈশব।
এই মাটি কণা দিয়ে তো তুমি খেলাধুলা করেছো।
কিন্তু এখন এই মাটি কণা লড়ছে তার
নিজের অস্তিত্ব। নিজেকে
টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ
চেষ্টা করছে প্রতিটি মাটি কণা ।"
আমাদের এখনই সময়
প্রতিটি মাটি কণার প্রতিদান
ফিরিয়ে দেবার। তাই
জেগে উঠেছে দোহারের তারুণ্য।
ফিরিয়ে দিতে দোহারের
প্রতিটি মাটি কণার
ভালোবাসার হিসাব পাই পাই
করে বুঝিয়ে দিতে।

কামরুল ইসলাম

আয় তোরা আয়, হাতে হাত
রাখি মোরা ক'জনায়!!!!

শিমুল বাশার
একা একা দাঁড়িয়ে ছিলাম সবুজ নরম
ঘাসে... ব্যাকপ্যাক...
ব্যাকপ্যাক... রেডি, কাল
দেখা হবে মাঠে... ভাঙন
রুখবো বলে রক্তে তাই শ্লোগান
জাগে রাতে।

আছিফ ভাই

জেগেছে তারুণ্য,
এই শক্তি রোখার সাধ্য কার,
শত বাধার মুখে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছি আমরা,
কে রুখবে আমাদের অগ্রযাত্রা,
কুয়োর ব্যাঙের মতো আর থাকবো না অন্ধকরে
আমরা জ্বালবো দোহারে তারুণ্যের জাগরনের নতুন আলোকবর্তিকা

আছিফ ভাই

তারুণ্যের জোয়ারে ভেসে যাক যত অন্যায় আর অবিচার
আমরাই গড়বো সূষ্ঠ সুন্দর নদী ভাঙন মুক্ত দোহার

রাজিব রহমান

জাগরণের মিছিল জেগেছে আজ দোহারের ঘরে ঘরে,
ফিরবে তারা ফিরবে বিজয় নিয়ে হাতে।

অভিষেক পাল অন্তু

এলোমেলো অগোছালো,
ময়লা কাপড়, লাগে না ভালো।
কী করি? করী করি?
জীবনটা এলোমেলো।

সারাদিন ঘুরাঘুরি,
কত কাদা ছুড়া ছুড়ি।
রাত হলে বাড়ি ফিরি,
ক্লান্তিতে মরি মরি।

চাই এবার সমাধান,
বড় ভাইদের বউ আন।
সবগুলারে নিকাহ পড়ায়ে,
নিজের রাস্তা করো সমান।

এই যদি হয় বেশ,
কেটে যাবে ক্লান্তি ক্লেশ।
ময়লা কাপড় ধুয়ে শেষ,
পরিস্কার বাংলাদেশ।

অ্যাডভোকেট সাঈদ

অফিসে বসের ফাপর
বাসায় ময়লা কাপড়
জীবনটা হয়ে গেছে,
ঘিয়ে ভাজা পাপড়...।

যদি চাও মুক্তি
ভুলে সব যুক্তি
পড়ে বিয়ের টোপর
...ঘরে আনো নূপুর

উৎসর্গ: মহাকবি আন্দ্রে রবিন

অ্যাডভোকেট সাঈদ

লোডশেডিং এর রাতে
নিয়ে তাল পাখা হাতে
তুমি রবে মোর সাথে...
এই ভেবেই রাত কাটে...

পারভেজ রবিন

বৃষ্টি-বাদলের দিনে আকাশ ফেটে বারি ঝরে
কাপড় ধোয়া ও শুকানোর ঝক্কি বেশ
একে একে পরিস্কার কাপড় সব শেষ
দিন কাটাতে হয় ময়লা কাপড়ে।

যদি থাকে অর্থ সামর্থ
ওয়াশিং মেশিন কিনে নিতে পারো
কাপড় ধোয়া ও পানি ঝরানোয় অব্যর্থ।
বাজারে গিয়ে দোকানের পর দোকান
ঘুরে পাবে খোঁজ খবর
কোন ধরণের মেশিনে ভাল ধোয় কাপড়।

ফ্রাঙ্ক শ্যানন

আয় আয়
আয় আয় চাঁআআআআআআআদ
জোসনায় আলো ভেজা আঁধার কালো রাত

কুপি হইবার ব্যর্থ চেস্টা
কপি পেস্ট ফর্ম জলের গান

এসকে সোহেল

অনেককেই
বলতে শুনেছি তুমি যাকে আল্লাহর
কাছে খুঁজছ তাকে তুমি পাচ্ছনা তার
কারণ হয়ত তোমাকে অন্য কেউ
খুঁজছে যার চাওয়া তোমার চাইতে অনেক
শক্তিশালী তাই তোমার দোয়া কবুল
হচ্ছেনা।
কিন্তু আমি বলব না কারণ
তুমি যাকে চাচ্ছ সে হয়ত
তোমাকে মুখে ভালবাসে বলে কিন্তু
তোমাকে খুঁজে না।

এসকে সোহেল

ভালবাসা আর ক্ষমা এই
দুটি জিনিষের কাছে পৃথিবীর
অনেক যুক্তি ম্লান হয়ে যায়।

শামিম ইসলাম

টিভি চলে
এফএম চলে
চলে রেলগাড়ি,
তার সাথে ফ্রিজ চলে ঢেং ঢেঙা ঢেং
ঘড়ি চলে টিকটিক
টিকটিকি বলে ঠিকঠিক,
ফ্যান চলে মৃদু শব্দে,
বহে শীতল হাওয়া
এই কবিতা সবার জন্য
অনেক বড় পাওয়া।

ফ্রাঙ্ক শ্যানন

সেদিন বৃষ্টি হয়েছিল
কালো মেঘে আকাশ হারিয়ে গিয়েছিল
পূর্নিমার চাঁদ মেঘের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল
তুমি সেদিন চাঁদের মতোই হারিয়েছিলে
আর উদয় হও নি এই হৃদয়ের আকাশে
বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছো তুমি
বজ্রপাতের কঠিন আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছ তুমি
কিউপিডের তীরের লক্ষবস্তু তুমি আর নও
হারিয়ে গেছো অনেক আগেই
তবুও পথ খোঁজার বৃথা চেস্টা
হোচট খাচ্ছো জীবনের এই দূর্গম পথে
হয়তো এক সময় মিশে যাবে এই পথের ধারে

এসকে সোহেল

তোমাকে ফুল
দিয়ে নয়,
আমার হৃদয় দিয়ে
প্রপোজ করবো...।
তোমার কাঁধে হাত
রেখে নয়,
হাতে হাত রেখে
অজানা পথে চলব।....
তোমার সূখের
,মুহুর্তে নয়
কষ্টের মুহুর্তে
পাশে থাকবো...।....

সুজন মাহমুদ

হিংস্র থাবায় পদ্মায় ভাঙনের কারণে
কমেছে জমি
নিঃস্ব মানুষ
ঘরবাড়ি নেই অনাহরে
পড়ে আছি রাস্তার ধারে
কাঁদছি বসে নদীর পাড়ে
এই কি ছিলো
আমাদের কপালে।।

আজকে আমরা দোহার বাসি
কালকে হবো কী!

সুজন মাহমুদ

পথ গেছে বেঁকে পথের
আড়ালে।
কোথায় সে দূর অজানায়
হঠাৎ করে থমকে দাড়ালে
মিলবে কি সেই ঠিকানা

Friendzz N Enemizz

তোমার চোখের জলে ভাসতে চাই নি
চেয়েছি ঐ চোখে হারিয়ে যেতে।

Friendzz N Enemizz

গোঁধুলী বেলায় সব পাখি ঘরে ফেরে
শুধু আমার টুনটুনি ফিরে আসে না।

Friendzz N Enemizz

জোনাকির আলো নিভে গেলে যেমন তা হয়ে যায় একটি সাধারণ পোঁকা।
তেমনি তোমার হাসি মুছে গেলে তুমি হয়ে যাও যেকোন সাধারণ নারী....।।

নাইট স্টার রাসেল

আড্ডা মানেই চায়ের কাপে
চুমক দিয়ে কথার ঝড় তোলা ,

যার তার সাথে তর্ক করে
বন্ধুত্তের সম্পর্ক ভোলা ।

যত রকমের আকথা কুকথার
জমাট খোলা ।

কেউ কথার জোড়ে
কাউকে করে তুলোধোনা ।

আসলেই দোহারের আড্ডাতে
আছে সব আজব পোলা ।

আছিফ ভাই

মেয়ে, আমি হয়তো এ্যাপোলোর মতো বীনার সুর তুলতে পারব না,
পারবো না বাঁধতে অর্ফিউসের কোন সুর,
কিন্তু তারপরও তোমাকে মোবাইলে থাকা ওয়ারফেজের কোন ক্লাসিক তো শোনাতে পারব

আছিফ ভাই

আমি হয়তো অর্ফিউসের মতো বীনার ঝংকারে পাথরে প্রাণ আনতে পারব না,
পারব না সুরের ঝংকারে পাতাল রাণী পার্সিফোন মতো তোমাকে সন্তুষ্ট করতে
পারব না সত্যের দেবতা এ্যাপোলোর মতো তোমাকে কথা দিয়ে কথা রাখতে
তারপরও আমি চেষ্টা করে যাবো তোমার মনের পাথরে সুর তুলে পাথরে প্রাণ আনতে
চেষ্টা করব পাতাল টান পার্সিফোনের মত সন্তুষ্ট করতে
জীবন বাজি রাখব তোমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে

শফিকুল ইসলাম

টিপ টিপ বৃষ্টি
আর মেঠো পথ ছেড়ে
যাচ্ছি কংক্রিটের নগরীতে।

দেখা হবে না আর
মিটমিট জোনাকির আলো
চলা হবে না পথ
চাঁদনি রাতে
কোন মেঠো পথ ধরে
অজানা কোন দিকে।

বিদায় এই মাটিকে
জানি না দেখা হবে কবে
কংক্রিটের আধুনিক নগরী ছেড়ে
হয়তো চলে আসব হঠাৎ
আধুনিক নগরীর শব্দের জাল ছিড়ে
মেঠো পথের ধারে
কোন এক চাঁদনি
অথবা অমাবস্যার রাতে
ঝিঁঝি পোঁকার শব্দ শুনতে।

জলদস্যুর উপত্যকা

টুথপেস্ট
কবি: জনৈক পাইরেটস

তুমি যেন লতায় পাতায় জড়ানো বিয়ে বাড়ীর ঝিলিক বাতি,
না তুমি ল্যামপোস্টের নিয়ন আলোর হলুদ বাতি,
এনার্জি বাল্ব হতে পার তুমি,
হতে পার হ্যাজাক বাতি,
এয়ার কন্ডিশন? না,
তুমি মাঝরাতের মৃদুমন্দ ন্যাশনাল ফ্যানের শীতল হাওয়া,
ডানহিল? না,
তুমি মোর পাতার বিড়ির মাতাল ধোঁয়া,
হতে পারো গ্রীষ্মের তাপদাহে ওয়ালটনের দামি ফ্রিজ,
শীতের তীব্রতায় পিলিপসের রুম হিটার,
শুকনো মৌসুমে তুমি আমার জাপানি হোন্ডা,
বর্ষায় পালহীন খেঁয়া নৌকা,
সময়ে তুমি সাহেব বিবি গোলামের বাক্স,
অসময়ে এফএম রেডিও।
রাতজাগা ফেসবুক তুমি,
দিনের বেলা অফিসে বসের ঝাড়ি,
শেষ হইয়াও হইল না শেষ
তুমি আমার সকাল বেলার টুথপেস্ট।

জলদস্যুর উপত্যকা

বৃষ্টিজল

বৃষ্টি তুমি আমার বৃষ্টি হবে
তোমার ধারায় ভিজে ভিজে
সাজাবো আমায় অন্যধারায়,
বন্য আমি হন্য হয়ে খুজবো তোমায়
রাত নিশীথে,
বৃষ্টি তুমি আমার মেঘের ভেলা,
বৃষ্টি হয়ে ঝড়বে তুমি,
যখন ক্লান্ত আমি একলা পথে,
পথ হারাবো তোমার ধারাতে।
বৃষ্টি তুমি কি আমায় স্নান করাবে,
সাঁঝবেলায় কিংবা মাঝরাতের নিকষকালো ঘোরলাগা এক ক্লান্ত রাতে।

আছিফ ভাই

কোন এক কালবৈশাখীর ঝড়ে
এলোমেলো করে দিয়েছিলে তুমি আমায়
বৈশাখের খড় রৌদ্র তাপে অন্ধ ছিলাম আমি
সেই অন্ধই তো ভাল ছিলাম
কেন দেহে জুড়ালে বৃষ্টির ছোঁয়ায়
কেনই বা হারাতে দিলে স্বপ্নের দুয়ারে
আজ আমি হারিয়ে ফেলেছি সব
হারিয়েছি নিজের অস্থিত্ব তোমার কাছে
অস্তিত্বহীন আমি পড়ে রই বৃষ্টি ছোয়া এই পিচ ঢালা পথে

অ্যাডভোকেট সাঈদ

লাশ নিয়ে রাজনীতি...
এতো শুধুই দল প্রীতি...

অ্যাডভোকেট সাঈদ

বৃষ্টি
কি দারুন সৃষ্টি!
ভুলে গিয়ে কৃষ্টি
খুজে তোমায় দৃষ্টি

অ্যাডভোকেট সাঈদ

এমন রঙ্গিন জীবন চাই না...
যা সময়ের আলিঙনে বিবর্ন হয়ে যাবে... ।
এই সাদা কালো জীবনেই উড়িয়ে যেতে চাই...
নাটাই বিহীন ধুসর স্বপ্নের ঘুড়ি..

জলদস্যুর উপত্যকা

মেয়ে তুমি যখন চুলে কন্ডিশনার মেখে আমার বুকে হুটোপুটি খেতে....
আমি তখন হারিয়ে যেতাম ঘনঘোর এক ঘোরলাগা অন্ধকারে,
তোমার সেই ভেজা চুলের সোঁধাফ্লেভার,
এখনও আমার বুকে হাতুরি দিয়ে ড্রাম বাঁজানোর শব্দ করে বেড়ায়।

জলদস্যুর উপত্যকা

যাদের মুখে লাশ নিয়ে শুনি আনন্দ চিৎকার,
ঠিক তাদের মুখেই আবার শুনি শিষ্টাচার শিষ্টাচার

অভিষেক পাল অন্তু

আমার ঘরের হাওয়া বদল,
পরের ঘরের হাওয়ায়।
নিজের মান কোথায় থাকে,
পরের হাওয়া খাওয়ায়।
পরের ঘরে কাকের বাসা,
টিয়ার মতো লাগে।
নিজের ঘরের ময়না পাখি,
না খেতে পেয়ে মরে।
নিজের ঘরের স্বাধীনতা,
খর্ব হলে হলে পরে
বাঁচবে না কোন শকুন,
বাংলাদেশের পড়ে।

শফিকুল ইসলাম

সত্য আজ বালিশ চাপা দিয়ে কাঁদে।
কিন্তু মিথ্যা তার উপর
লাফিয়ে উচ্চস্বরে হাসে।

অ্যাডভোকেট সাঈদ

শীতের বলতেই তোমারা বুঝো
সুস্বাদু পিঠা, খেজুরের রস,
পড়ন্ত বিকেলে সরিষা খেতে হারিয়ে যাওয়া...

শীতের মাঝেই তুমি খুঁজো
প্রেয়সীর উষ্ণ আলিঙ্গন,
লেপ মুড়ি দিয়ে আনলিমিটেড ঘুম...

জানো কি??
এই হতদরিদ্রের কাছে
শীত মানেই
মৃত্যু স্বাদ!!
কুশাচ্ছন্ন ভোরে বরফ পানিতে শষ্য চাষ,
আগুন জ্বালিয়ে বৃদ্ধার বাঁচার আকুতি,
আর্দ্রতায় ঠোঁট ফেটে যাওয়া শিশুর ম্লান হাসি...

শীত মানেই রোদের জন্য প্রার্থনা
এক টুকরো গরম কাপড়ের হাহাকার,
নিত্যদিন ত্রাণ নিয়ে ঘৃন্য রাজনীতি...

আজনাবি শওকত

কাঁনতে কাঁনতে জনম গেল
জিয়ন্তে মরণ।
পিরিতির এত জ্বালাতন.....

সরোয়ার পারভেজ সুমন

বেকার যুবক ঘুরে-ঘুরে
পায় না চাকরির খোঁজ,
মামা-চাচা আছে যাদের
মিলছে চাকরি রোজ।

অভিষেক পাল অন্ত

শোনো ভাই বলি আমি
একটি দেশের কথা,
যেখানেতে শাপলা শালুক,
নদীর বুকে আঁকা।
মিষ্টি দেশে ভ্রমর খেলে
পদ্ম পাতার পড়ে,
কোথা থেকে এলো যে ঝড়
সেই দেশটার পড়ে।
বড় বড় বাজপাখি আর
পিশাচের সেনা,
ঘিরে ফেলে দেশটাকে
চলতে সবার মানা।
হাতির পায়ে পিষে পিষে
মানুষ তারা মারে,
কারো আপন কারো পর
নির্বিচারে মরে।
দেশের মানুষ কখনও কি
ছেড়ে দেবে ভাই?
সাহসীরা সবাই মিলে
এগিয়ে চলো যাই।
বারুদ নিয়ে কামান নিয়ে
দেশ বাঁচানোর জন্যে,
পিশাচগুলো মারে তারা
সবাই ধন্য ধন্য।
অবশেষে রাত্রির পরে
সকাল হলো তাই,
পিশাচেরা মরে ভূত
বিজয় আমরা পাই।

শফিকুল ইসলাম

স্বাধীনতা এখন
তিরিশ লক্ষ জীবনের দীর্ঘশ্বাস।

স্বাধীনতা এখন
তিন লক্ষ মা-বোনের ধর্ষনের আত্মচিৎকার।

স্বাধীনতা এখন
রাজাকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইতিহাস।

স্বাধীনতা এখন
শহীদের রক্ত মাখা পতকা
রাজাকারের গাড়িতে উড়ার ইতিহাস।

স্বাধীনতা এখন
ক্ষমতা নামক মাংসপিন্ডের
কামড়া-কামড়ির ইতিহাস।

স্বাধীনতা এখন
দুই পরিবারের পদতলে পৃষ্ঠ ইতিহাস।

স্বাধীনতা এখন
বিকৃত ইতিহাস শেখার মহান পাঠশালা।

শফিকুল ইসলাম

এক পশলা বৃষ্টি চাই
স্বপ্ন পূরণের বৃষ্টি।

যে বৃষ্টি মনের মাঝে জমে থাকা
সকল দুঃস্বপ্ন ভাসিয়ে নেবে
প্রতিটি বৃষ্টির ফোটার সাথে।

এক ঝলক সূর্যের আলো চাই
যে আলো কাটিয়ে দেবে
জীবন নামক একটি দিনের
মেঘাচ্ছন্ন সকল কুয়াশা।

সুদীপ্ত হাননান

** কবিতার কবিতা **

“কবিতা; সে কেমন ?

সে কি আমার মায়ের মুখ... এই ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল;

নাকি সে প্রিয়ার মুখ, পুর্ণিমার চাঁদ, গ্রহ-নক্ষত্র, সমস্ত শক্তির আধার সূর্য;

অথবা সে স্বপ্ন-জোড়া ফুটফুটে সন্তান, - যার কার্যকারণে ক্লান্তিহীন-শ্রান্তিহীন জীবন-ধারণ।

‘সে কি অনির্বাণ... লাল সূর্যটাকে যে পেছনে ফেলে সোনালী মাঠ পেড়িয়ে এসে

জীবনের অতীত ও বর্তমানকে সমান্তরালে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়’

অথবা সেই গানের সুর -

বৃত্ত মশালে অগ্নিশক্তি, রক্ত বর্ণ জ্বেলে যা জনতা প্রান্তরকে জাগিয়ে তোলে

সব ধরনের আর্তনাথকে ঘোচানোর ইচ্ছায়... ।

কবিতা যেমন বহু আস্থাহীনতার বাণী বহন করে তেমনি চূড়ান্ত বিচারে

কবিতা মূলত বহু আস্থাহীনতার বিপরিতে এক গভীর আস্থার বাণীই বহন করে...।

...

কবিতা ভক্ত মাত্রই বুঝেন - কবিতা কবিতাই।

;যোগী হয়ে সাধের আসনে বসে লেখা বিহারীলালের মরমী কবিতা

বিশ্বনাশী, চিত্তগ্রাহী রবির কিরণে আলোকিত রবি ;বাঁশরী-

বাণীর বিদ্রোহী সন্তান নজরুলের মানববাদী, সাম্যবাদী প্রেমের ,অগ্নিবাণী;

ত্রিশের পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চসুর;

হাজার বছর ধ‘রে হৃদয়ের বাণী নিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত, হিজল তমাল, মেঠোপথে

ফলগুধারার ন্যায় আনা জীবনানন্দীয় শব্দবন্ধ; বায়ান্নোর ফাগুনে আগুন ঝরানো বর্ণমালা;

বাঙালীর একমাত্র অবিনাশী অহংকার ‘মুক্তিযুদ্ধের’ স্বর্ণ-খচিত স্বাধীন পঙক্তিমালা;

সামরিক জান্তার বুটের তলায় পিষ্ট স্বাধীন সত্তার বিচ্ছুরিত শ্লোগান;

‘৯১ উত্তর নিজের তৈরি বন্দীশালায় আশ্রয় নেয়া বন্দী কবির ধূসর দীর্ঘশ্বাস; ... এক নয়।

তবুও কোথায় যেন অদৃশ্য মিল খোঁজে পাওয়া যায়।

সেই মিলন মোহনায় আত্মাহুতি দিতে না পারলে ‘ব্যক্তি’ কবি হ‘য়ে ওঠে না।”

সুদীপ্ত হাননান

গন্তব্য

ভেবে নাও।
ভেবে নাও কতদূর পারবে যেতে
শ্যামল বাংলার অলিগলি মোড়ে
রক্তাক্ত জীবন আর বিরুদ্ধ পাহাড়।
চেতনার গভীর সত্তায় যে জীবন
সুফলা মানবিক জীবনের স্বপ্ন
হাতছানি তো দিবেই তোমায়।
ফুল আর কাঁটার যে নিপুণ জীবন
হায়! কীভাবে করবে বরণ
কীভাবে করবে আলিঙ্গন নিরুদ্বেগে...
ভেবে নাও করে নাও স্থির পথ তোমার।

সুইটি রেজা পিংকী

শেষ দেখার সেই হাসিটা মনে পড়ে যায় এখনও।
কে জানত সেই হাসিটা তাচ্ছল্যের ছিলো...
কে জানত সেই পথে হেঁটে আসার পিছনে কোন ইচ্ছাশক্তি ছিলো না....
কে জানত তোমার কান্না শুধু একটা আওয়াজ ছিলো,
চোখ থেকে বের হয়নি এক ফোঁটা বেদনার জল...
কে জানতো আমাকে ঘিরে তোমার যত অস্থিরতার মাঝে কোন মায়া ছিল না...
কে জানত সুযোগ পেলেই আমার কাছে ছুটে আসার পিছনে ভালবাসা ছিল না....

তবে কি আজ আমি পরাজিত??
তোমার এমন মন ভেঙ্গে দেয়ার অভিনয়ের কাছে..
তুমি যা ভাবো তা না...
তুমি ভুল, আমি ঠিক...
তুমি হাতের কাছে স্বর্ণের খনি রেখে, তামার পিছনে ছুটছ অবিরত...
তোমার নিজের কাছে হেরে যাওয়া দেখে,
আজ আমি আহত, মর্মাহত!!

সুদীপ্ত হাননান

কবিতার কবিতা

কবিতা, - সে কেমন ?
সে কি আমার মায়ের মুখ
এই ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল;
নাকি সে প্রিয়ার মুখ,
পুর্ণিমার চাঁদ, গ্রহ-নক্ষত্র,
সমস্ত শক্তির আধার সূর্য;
অথবা সে স্বপ্ন-জোড়া ফুটফুটে সন্তান,
যার কার্যকারণে ক্লান্তিহীন-শ্রান্তিহীন জীবন-ধারণ।
সে কি অনির্বাণ...
লাল সূর্যটাকে যে পেছনে ফেলে সোনালী মাঠ পেড়িয়ে এসে
জীবনের অতীত ও বর্তমানকে সমান্তরালে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়
অথবা সেই গানের সুর -
বৃত্ত মশালে অগ্নিশক্তি, রক্ত বর্ণ জ্বেলে যা জনতা প্রান্তরকে জাগিয়ে তোলে
সব ধরনের আর্তনাথকে ঘোচানোর ইচ্ছায়...
কবিতা ভক্ত মাত্রই বুঝেন - কবিতা কবিতাই।

জলদস্যুর উপত্যকা

আমি চিৎকার করে কাঁদিতে চাহিয়া করিতে পারি নি চিৎকার
আমি চিৎকার করে কাঁদিতে চাহিয়া করিতে পারি নি চিৎকার
বুকের ব্যথা বুকে চাপায়ে নিজেকে দিয়েছি ধিক্কার
কতটুকু অশ্রু গড়ালে হৃদয় জলে সিক্ত
কত প্রদীপ শিখা জ্বালালেই জীবন আলোয় উদ্দীপ্ত
কত ব্যথা বুকে চাপালেই তাকে বলি আমি ধৈর্য্য
নির্মমতা কতদূর হলে জাতি হবে নির্লজ্জ

সবুজ ইসলাম

যেহেতু চলেই যাবে তুমি তাই
তোমাকে ভালো আর বাসতে বলব না। কিন্তু
ভালোবেসে দেওয়া নামটা ব্যবহার করার
অনুমতি কি আমি চাইতে পারি?

Friendzz N Enemizz

শীতের পিঠা
খাইতে মিঠা...।।

Friendzz N Enemizz

একের মাঘে অন্যে হব গরম কফি
গ্রীষ্মে হব ঠান্ডা কোক,
আমাদের এই পিরিত দেখে
সবাই গিলবে ঢোক...।।

Friendzz N Enemizz

কে আচিস কোতায়
বাজ পরচে মাতায়,
কেমনে নেকপ কপিতা
নাই ত কুনু ববিতা...।।

তানজিম ইসলাম আহাদ

আমি তোমার আকাশ
তুমি আমার ঘুড়ি
এক মায়াবী রাত
তুমি আমার পরী
তুমি রূপালী রাত
আমি তোমার আলো
তুমি হিমেল হাওয়া
তোমায় বেসেছি ভাল।

অভিষেক পাল অন্তু

ইলেকট্রিক কোবি,
নিশ্চুপ কেন এই ফাল্গুনে।
শীত বন্দনা বুঝি শেষ হয়ে এলো,
থাকবো কিভাবে গরমে।

ইউনিটের দাম বাড়তি,
ফ্যানেরও বেশ কাটতি।
যদি থাকে বিদুৎ ঘাটতি,
লুঙ্গি, পাখায় আর কি?

শুনিলাম হাই ভোল্টেজের ঝটকা,
বিগরে গেছে নাকি মটকা।
ওরে কোবিরে আটকা,
খাওয়াবো ছোট জাটকা।

ইলেকট্রিক কোবি,
নিশ্চুপ কেন এই ফাল্গুনে।
এই গরমে সমাধান চাই,
আপনার ইলেকট্রিক নিয়মে।

অভিষেক পাল অন্তু

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

ফাল্গুনে বিকশিত
কাঞ্চন ফুল ,
ডালে ডালে পুঞ্জিত
আম্রমুকুল ।
চঞ্চল মৌমাছি
গুঞ্জরি গায় ,
বেণুবনে মর্মরে
দক্ষিণবায় ।
স্পন্দিত নদীজল
ঝিলিমিলি করে ,
জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি
বালুকার চরে ।
নৌকা ডাঙায় বাঁধা ,
কাণ্ডারী জাগে ,
পূর্ণিমারাত্রির
মত্ততা লাগে ।
খেয়াঘাটে ওঠে গান
অশ্বত্থতলে ,
পান্থ বাজায়ে বাঁশি
আনমনে চলে ।
ধায় সে বংশীরব
বহুদূর গাঁয় ,
জনহীন প্রান্তর
পার হয়ে যায় ।
দূরে কোন শয্যায়
একা কোন ছেলে
বংশীর ধ্বনি শুনে
ভাবে চোখ মেলে —
যেন কোন যাত্রী সে ,
রাত্রি অগাধ,
জ্যোৎস্নাসমুদ্রের
তরী যেন চাঁদ।

চলে যায় চাঁদে চ'ড়ে
সারা রাত ধরি,
মেঘেদের ঘাটে ঘাটে
ছুঁয়ে যায় তরী।
রাত কাটে, ভোর হয়,
পাখি জাগে বনে —
চাঁদের তরণী ঠেকে
ধরণীর কোণে।

সব উত্তর গুলো শুধুই কি রবীন্দ্রনাথে
পাওয়া যাবে.....

শিপন আহমেদ

পাব না জেনেও অর্থহীন ব্যস্ততায়
আমি আর তোমাকে খুঁজব না
হাজার বছরের ক্লান্তি নিয়ে
পরিশ্রান্ত আমি ভীষণ রকম ।

সময় এবার হলো বুঝি দূরত্ব ঘুচাবার
তুমিহীনা নৈঃশব্দ প্রহরগুলো
মুখর হোক তবে
ঘুমভাঙ্গা নিশুতি রাতের
একাকীত্ব হারিয়ে যাক
তোমার মমতাময় স্পর্শে।

আলো-কালোয় মন্দ-ভালয়
যেন হাত বাড়ালেই তোমাকে
আমার স্থায়ী ঠিকানা হোক
তোমার নিঃশ্বাস দূরত্বে ।

জমে থাকা অনুভূতির ডানাভাঙ্গা পাখিগুলো
মুখরিত হোক তোমার উচ্ছলতায়
তোমার চুরির রিনিঝিনি শব্দে
ভেঙ্গে দাও জনম জনমের মৌনতা।

আমি প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেব
তোমার বুকে মাথা রেখে
হাত রাখব পরম নির্ভরতায়
তোমার হলুদ মরিচের ঘ্রাণ মাখানো হাতে।

সবুজ ইসলাম

ভালোবাসা সে তো ফাল্গুনের দিনে
ফাল্গুনের ড্রেসে সুন্দরী রমনী দেখা।
ভালোবাসা সে তো ১৪ টাকায়
ফাল্গুন বাসের টিকট কাটা।

ভালোবাসা সে তো সুন্দরী রমনীর আশায়
মহিলা সীটের পাশে বসা।

ভালোবাসা সে তো যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে
বাসের জানালা দিয়ে এক পলকে তাকিয়ে থাকা।

ভালোবাসা সে তো পাশে বসা রমনীর দিকে
আড় চোখে তাকিয়ে থাকা।

ভালোবাসা সে তো রাস্তার পাশে বসে
সুন্দরী রমনীর হেঁটে যাওয়া দেখা।

ভালোবাসা সে তো গোলাপ হাতে নিয়ে
ভালোবাসার রমনীর অপেক্ষায় থাকা।

অভিষেক পাল অন্তু

চার লাইনের কাব্য কথা,
চার লাইনেই শেষ।
চার লাইনেই লাগে ভালো,
চার লাইনেই বেশ।

অভিষেক পাল অন্তু

যে সব বঙ্গে'ত জন্মি- সাজে ভারতীয় পাকিস্তানী,
সে সব কাহার জন্ম- নির্ণয় ন জানি।

Friendzz N Enemizz

যখন শুনলাম
রান্না মানেই সে বুঝে
ভাজতে পারা আন্ডা
সাথে সাথে আমার ভালবাসা
হয়ে গেল ঠান্ডা...।।

Friendzz N Enemizz

বাতাসে ভাসছে ঘুর্নিঝড় 'হুদহুদ'
হৃদয়ে উঠছে ভালবাসার বুদ বুদ

Friendzz N Enemizz

যোজন যোজন দূর হতেও তোমাকে আমি ছুঁয়ে দিতে পারি...

অভিষেক পাল অন্তু

ভালোবাসি

ব্যকরণে আমি বরাবর কাঁচা।
অভিধানে শব্দজট খুঁজতে গিয়ে,
মাঝে মাঝে নিজেকেই হারিয়ে ফেলি।
কিন্তু সেদিন আমার অভিধান খুঁজতে হয় নি।
ফাল্গুনের শেষ বিকেলে তোমার চারটি অক্ষর,
আমায় জীবনের ব্যাকরণ শিখিয়ে দিয়েছিলো।
এরপর থেকে হাসনাহেনার গন্ধ ভালো লাগে,
আলো আধারীর খেলা ভালো লাগে,
ভালো লাগে পাশের বাড়ির কাকের কা কা।
বদ্ধ ঘরে প্রান খুলে হাসতে ইচ্ছে করে,
ইচ্ছে করে রঙবেরঙের ঘুড়ি উড়াই আকাশে।
যবে থেকে জীবনের ব্যকরণ শিখে গিয়েছি,
বিজ্ঞানটা ভারী সমস্যা করছে,
আমার ইচ্ছে ঘুরির সমাধান কোথাও মিলছে না।
ব্যাকরণ শিখিয়ে দিয়ে তুমি কোথায় চলে গেলে?
তোমাকে খুঁজে বেড়াই মনের স্কুলে।
ফাল্গুনের শেষ বিকেলে আজো তুমি এসেছিলে,
এসেছিলে গুরুদক্ষিণা নিতে।
কিন্তু আমার জানার আরও ছিল বাকি,
জানি মনের স্কুল থেকে তুমি অবসর নিয়েছ।
আর হয়তো শেখাবে না কোনদিন,
তবুও আমি প্রতি ফাগুনে তোমায় গুরুদক্ষিণা দিয়ে যাবো।

শফিকুল ইসলাম

ভাল্লাগে না তোর ঐ মিষ্টি মিষ্টি ভালোবাসা।
ভাল্লাগে না তোর ঐ একটু একটু কাছে আসা।
ভাল্লাগে না তোর ঐ একটু একটু ছোঁয়া।
ভাল্লাগে না তোর ঐদুষ্ট ভাবে
আড় চোখে দেখা।

ভাল্লাগে না তোর ঐ বাঁকা ঠোঁটের হাসি।
ভাল্লাগে না তোর ঐ কোকিল কন্ঠের বাণী।
ভাল্লাগে না তোর ঐ রেশমি চুলের বাহার।
ভাল্লাগে না তোর ঐ কপালে টিপ দেওয়া।
ভাল্লাগে না তোর ঐ নাক ফুল পড়া।

ভাল্লাগে না তোর ঐ কোমল হাতের রেশমি চূড়ি পড়া।
ভাল্লাগে না তোর ঐ কমলি লতার দেহে
লাল বেঁনারসি পড়া।

তারেক রাজিব

বকেয়া তুমি .....
হঠাৎ সেদিন
মোড়ের মুদি দোকানী; ডেকে বললো,
ভাই কিছু বাকি আছে।
অবাক আমি! বিস্ময়ে বলি, কিসের?
বছরখানেক আগের সিগারেটের .....
আরেকটু এগোতে পাড়ার বখাটে ছোট ভাই,
দাদা ।। দু'প্যাক পুরিয়া পাওনা আছে যে তাই ।।
হয় নেন , নয়তো শোধ দেন।।
তুমি চলে গেছো।। ধুলি-ধুসরিত স্মৃতিতে ...
কিন্তু আজও তুমি আছো, আছো হৃদয়ের মাঝে
মুদি দোকানীর বকেয়াতে, বখাটের পাওনাতে ।।
তোমার ভালোবাসার বকেয়া আজও আমি শোধ করি,
আজও চলি একা, দূরন্ত একা
ভালোবাসার পাওনা মেটাতে না পেরে আজ আমি একা।।
হকারের কাছে ফেলে দেয়া আমার চিঠিগুলো হয়তো কেজি সেরে দু'টাকা
শুনেছি দু' একটা চুলোয় গিয়েছে, গিয়েছে যেমন আমার ভালোবাসা
কিন্তু বোঝনি তুমি, বোঝনি !!
চিঠির আগুনে পুড়ে অঙ্গার যে ভালোবাসা
কালি হয়ে, কষ্ট হয়ে, কয়লার রুপে তা অমলিন ।
প্রতিক্ষায় আছি, এক ভ্যালেণ্টাইনে নয়
শত ভ্যালেইন্টাইনে , থাকবো প্রতিক্ষায় ...
থাকবো মৃত্যুর পরেও --আবারো তোমাকে হারিয়ে ; বেদনা পাওয়ার আশায়।

আছিফ ভাই

ধুম্রশলাকার ধুম্রজালে খুঁজে ফিরি তোমার স্মৃতি
যদিও জানি তা শুধুই নিজের সাথে প্রতারণা
ধুম্রজালের মতোই চলে গেছ সীমানার বাইরে
ফেরার রাস্তা বন্ধ করে আজ তুমি বহু দূরে
মাঝে মাঝে ভেঙ্গে ফেলতে চাই বাধার প্রাচীর
কিন্তু সামাজিকতার প্রাচীর ভাঙ্গার সাহস আমার নেই
সাধ্য নেই কোন বিপ্লবী হবার
ইচ্ছা নেই কোন বিজয়ী হওয়ার
সব হারিয়ে আজ আমি নিঃশেষ আমি
তাই তো ধুম্রশলাকার মাঝে তোমাকে খুঁজে পাওয়ার বৃথা চেষ্টা

সবুজ ইসলাম

ঐ তোরা কে কোথায়
খাতা কলম নিয়ে আয় তোরা
দাদা বলেছে লিখিতে কবিতা
বাদ নাকি যাবে না কোন কবিতা ।

অভিষেক পাল অন্ত

তোমাকে চেয়েছি

রোজ সকালের সূর্য হয়ে,
ঘুম ভেঙ্গেছি তোমার।
পাখি হয়ে গুন গুনিয়ে,
ডেকেছি বার বার।
আকাশ হয়ে বৃষ্টি শেষে,
রং মেলে ধরে।
মেঘ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম,
তোমার পথের ধারে।
হাওয়া হয়ে চুপিসারে,
তোমায় কতো ছুয়ে।
বৃষ্টি হয়ে তোমার উপর,
ঝরেছি অঝরে।
বৃক্ষ হয়ে তোমার মাথায়,
হাতটা মেলে ধরে।
দিয়েছিলাম ছায়া আমি,
তোমায় ভালো করে।
,শাড়ি হয়ে তোমার গায়ে
জড়িয়ে থাকতে চেয়েছি।
শত সুতার বাহার হয়ে,
আচল মেলে ধরেছি।
মানুষ হয়ে এসেছি আমি,
তোমায় পাবো বলে।
কাটাবে কি সারা জীবন
?হাতটি ধরে আমার

শফিকুল ইসলাম

এখনো কি তোমার রাত কাটে নির্ঘুম
অপেক্ষায় কি থাকো এখনও
রাতের আকাশে সুখ তাঁরা উঠার?
এখনও কি তোমার রাত শেষ হয়
আকাশের তারা গুনতে?

এখনও কি তুমি খুঁজে ফিরো
অম্যাবসার রাতে পূর্ণিমা চাঁদের?
এখনও কি তুমি খুঁজে ফিরো
রাতের উজ্জ্বল আলোতে ঝোনাকির আলো?

এখনও কি তুমি শুনতে চাও
রক গানের মাঝে ঝিঁঝি পোঁকার গান?

শফিকুল ইসলাম

নাহ আর পারি না।
এ ভাবে আর কতক্ষণ।

সেই ১৪ তারিখে শুরু.....।
তারপর শুধুই অপেক্ষা।

মনে হয় প্রতিটি সেকেন্ড কেটে যায়
নিয়ে। হাজার বছর সময়
শুধু তোমায় দেখার অপেক্ষাতেই আছি।

জানি রাত পোহালে আসবে তুমি
তোমার অপেক্ষায় আছে ষোল কোটি
শুধু কিছু ভাদা আর পাদা বাদে।

সোহেল মাহমুদ

একুশে

পদ্মা নদীর বামে
যাচ্ছি আমি গ্রামে।
একুশ আমায় ডাকছে সেথায়
বর্ণমালার ছন্দে,
কৃষ্ণচূঁড়া লাল হলো যে
কথা বলার ধন্ধে।
মাকে ওরে ডাকতে গিয়ে
দেয় কি কেহ প্রাণ?
মরণ বীণে সুরতুলেছে
কোন বাউলের গান!
বসন্তের এই বিদায় বেলায়
করব কারে স্মরণ?
ছেলে হারা মা যে আবার
সাদা শাড়ি বরণ।
একুশ আনে হিম্মত আমার
একাত্তরের সুর,
চার দশকেও স্বাধীনতা
আর কতটা দূর?

সাথী পাল

একুশ

২১ মানে তারুণ্যের জয়গান
একুশ, ৭১ এর সূচনা
২১ মানে আমার সোনার বাংলা গাইতে পারা
২১ মানে তুমি আমাকে আর আমি তোমাকে ভালোবাসি বলতে পারা

অভিষেক পাল অন্তু

বাংলার ভাষার গল্প

ছোট্ট বেলায় শেখা কথা,
মায়ের মুখের বুলি,
কেড়ে নিতে চাইছে ওরা,
মিথ্যে কথার ঝুলি।
ওদেরই এক বড় নেতা,
জিন্নাহ তার নাম,
আবোল তাবোল বলে বেড়ায়,
নেইতো কোন কাম।
রেসকোর্সের জনসভায়,
অতিব কৌশলে,
মুখের ভাষা কেড়ে নেবে,
জাতি বিভেদ বলে।
কি যেন আছে ভাষা,
উর্দু তার নাম,
ওটাই পাবে পাকিস্তানের,
রাষ্ট্রভাষার দাম।
আমরা কি আর থাকব বসে,
তোমার কথা শুনে,
ছাত্র সমাজ জেগে উঠো,
যে আছো যেখানে।
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ,
সকাল তখন নয়,
আমতলায় ছাত্রদের ভিড়,
অনেক বড় হয়।
সবার মুখে একই কথা,
বাংলা আমার মা,
রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হোক,
উর্দুকে বলো না।
হঠাৎ করে গুলির শব্দ,
পুলিশেরা এসে,
ঝাকে ঝাকে চালায় গুলি,
জনস্রোতে মিশে।
সেই গুলিতে শহীদ হলেন,
সালাম বরকত ভাই,
পাকিস্তানের প্রতি গুলির,
কঠোর জবাব চাই।
বাইশ তারিখ সকালবেলা,
ঢাকার পথ ধরে,
এগিয়ে যাচ্ছে জনসাধারণ,
বাংলা পুঁজি করে।
দিতেই দিতেই হবে,
বাংলা ছিলো কথা,
জনগনের ভীষন ক্ষোভে,
আসে এক বাধা।
সেই মিছিলে পুলিশ হানাদার,
রাইফেল উচু করে,
অবিচারে মানুষের উপর,
অনেক গুলি মারে।
কৃষ্ণচূরা স্বাক্ষী ছিলো,
স্বাক্ষী ছিলো পলাশ,

রফিক শফিক শহীদ হয়েছে,
পড়েছে অনেক লাশ।
শেষমেশ রক্ত দিয়ে,
বাংলা রাষ্ট্রভাষা,
জিন্নাহর গভীর চালের,
জবাব হলো খাসা।
ভাষার জন্য তোমরা যারা,
নিজের শহীদ জীবন দিলে,
মরন তোমায় অমর করে,
শহীদ নামে বলে।
থাকবে বেঁচে স্মৃতি,
থাকবে বর্নমালায়,
সকাল বেলার প্রভাতফেরী,
অশেষ শ্রদ্ধায়।